গুমের ক্ষেত্রে নূন্যতম মনোসামাজিক মানদণ্ডের ব্যবহার

সামগ্রিক প্রায়োগিক সুপারিশসমূহ

AFAD

odhikar
অধিকার

গুমের ক্ষেত্রে নূন্যতম মনোসামাজিক মানদণ্ডের ব্যবহার

সামগ্রিক প্রায়োগিক সুপারিশসমূহ

AFAD

odhikar অধিকার

ইংরেজিতে প্রকাশ	:	২০১৫
বাংলায় প্রকাশ	:	অক্টোবর ২০২০
বাংলায় অনুবাদ	:	তাসকিন ফাহমিনা, অধিকার
বাংলায় সম্পাদনা	:	সাজ্জাদ হোসেন, অধিকার
বাংলায় লেআউট	:	সাইফুল ইসলাম, অধিকার

মুখবন্ধ

মানুষের বিরুদ্ধে সঙ্ঘটিত নিষ্ঠুরতম অপরাধগুলোর মধ্যে একটি হল গুম। এই কারণেই গুমকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। গুমের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারগুলো সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে (UDHR) বর্ণিত অনেকগুলো অধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘনের শিকার। যদিও ভিকটিমদের কষ্ট-বেদনা উপশম করা একান্ত কাজ; তবুও গুমের কারণে জীবনের গভীরে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে যায়, যা উপশমযোগ্য নয়। গুমের বিরুদ্ধে কাজের ক্ষেত্রে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাঁরা কম্পাস এর মতই আমাদের কাজগুলোতে পথ নির্দেশ করেন।

এই মূল ধারনাটি নিয়েই যে কোনও কার্যক্রম বা কৌশলের ক্ষেত্রে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সহায়তা করতে হবে। সহায়তাকরণ বলতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক অঙ্গনে এর গুরুত্ব মূল্যায়ন করাকে বোঝায় না, বরং দুর্ভোগের বিষয়গুলোকেও তুলে ধরাকে বোঝায়। কারণ গুম এমনভাবে মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলে; যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এই ক্ষতির যন্ত্রণা সারতে বহু বছর লেগে যেতে পারে।

গুমের শিকার ব্যক্তিদের মনোসামাজিক (সাইকোসোশ্যাল) হস্তক্ষেপের জন্য ন্যূনতম মানদণ্ড সংক্রান্ত এই ম্যানুয়ালটিকে নিয়ে কাজ করার সময় শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত অথবা রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে বিবেচনায় নেয়া হবে না, বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেও বিবেচনায় নিতে হবে।

সুতরাং, আমাদের বুঝতে হবে যে, ভিকটিমদের নিয়ে কাজ করতে গেলে তা হতে হবে তাঁদের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ এবং শক্তি যোগানদানকারী একটি প্রক্রিয়া এবং কোনভাবেই যা তাঁদের জন্য ক্ষতিকারক নয়।

গুমের শিকার পরিবারগুলোকে মনোসামাজিক (সাইকোসোশ্যাল) সহায়তা দেবার উদ্দেশ্যই এই ম্যানুয়ালটি তৈরি করা হয়েছে। এই ম্যানুয়ালটি নির্দেশিকা হিসেবে তাঁদের সত্যসন্ধান, ন্যায়বিচার পাওয়া এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে শক্তি যোগাবে। সেই অর্থে, প্রতিটি ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এবং ক্ষতি বিবেচনায় এনে সর্বাধিক সম্ভাব্য সৃজনশীলতা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, সব ভুক্তভোগীরা একইভাবে বেঁচে থাকে এবং সমানভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। বরং এই ম্যানুয়াল ব্যবহার করার সময় তাঁদের অভিজ্ঞতা, তাঁদের সংস্কৃতি, তাঁদের জাতিগত ও ধর্মীয় সম্পর্ক ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হবে। শুধুমাত্র আমাদের এই হস্তক্ষেপের ফলেই পরিবারগুলো তাঁদের প্রিয়জনকে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শক্তি বজায় রাখতে পারেন।

আফাদ এবং এর সদস্য সংগঠনগুলোকে এই প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি যে এটি নিঃসন্দেহে আমাদেরকে একটি গুমহীন পৃথিবীর লক্ষ্যের আরও কাছে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে!

মার্কো আন্তোনিও গারাভিটো ফার্নান্দেজ
লিগা গুয়াতেমোল্টেকা ডি হিজিয়েন মেন্টাল

ভূমিকা

"তাঁরা কোথায়?"- এটি গুমের শিকার ব্যক্তির স্বজনদের সাধারণ প্রশ্ন। তাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের ভাগ্য এবং সন্ধানের ব্যাপারে তথ্যের জন্য প্রতিটি থানায়, ডিটেনশন সেন্টারে, মিলিটারি ক্যাম্পে, "সেফ হাউস" এ এবং অন্য যে কোনও জায়গায় ধর্ণা দেন। প্রায়শই তাঁরা প্রত্যাখাত হন এবং তাঁদেরকে যেতে বলা বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের প্রিয়জনদের খুঁজে বেড়ান এবং এমনকি তাঁরা পুলিশ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক হয়রানি ও হুমকির শিকার হন।

গুম মানুষের ওপর এক বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের ভাগ্য এবং তাঁরা কোথায় আছেন, এই সত্যতা জানতে না পারায় তাঁদের স্বজনরা সার্বক্ষণিক বেদনার্ত অবস্থায় থাকেন। এই অপরাধের সহিংসতা শুধুমাত্র গুম হওয়া ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারগুলোকেই প্রভাবিত করে তা নয়, বরং সম্প্রদায় এবং সমাজে এর প্রভাব পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই ধারাবাহিকভাবে মানুষকে নীরব রাখা এবং তাঁদের মধ্যে ভয় সঞ্চারন করার জন্যই গুম করা হয়।

এই সম্পূর্ণ মনোসামাজিক কাজের বিষয়টিই সত্য উদঘাটন, ন্যায়বিচার, ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ আদায় এবং গুমের পুনরাবৃত্তি না ঘটার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের অংশ।

গুমের কারণে সৃষ্ট গভীর ক্ষতগুলোর স্বীকৃতি প্রদানের কারণেই বিভিন্ন মানবাধিকার এবং নাগরিক সংগঠনগলো এবং বিশ্বের মনোসামাজিক বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হয়ে একটি মৌলিক নির্দেশিকার সেট এর বিষয়ে সম্মত হন যা "ইন্টারন্যাশনাল কনসেনশাস অন প্রিন্সিপালস অ্যান্ড মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ডস ফর সাইকো সোশ্যাল ওয়ার্ক ইন সার্চ প্রসেসেস এন্ড ফরেন্সিক ইনভেস্টিগেশন্স ইন কেসেস অব এনফোরসড ডিস্এ্যাপিয়ারেন্সেসেস, আরবিটারী অর এক্সট্রাজুডিসিয়াল এক্সিকিউশন (মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড)" নামে পরিচিত।

ন্যূনতম মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা এবং এই ব্যাপারে ঐক্যমত্য তৈরি করা ছিল একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল ২০০৭ সালে যখন গুয়াতেমালার এন্টিগুয়ায় কবর থেকে উত্তোলন প্রক্রিয়া এবং গুমের বিষয়ে প্রথম বিশ্ব কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় করার ব্যাপারে এটি ছিল একটি ক্ষেত্র। যেখানে কবর থেকে উত্তোলন প্রক্রিয়া এবং গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে গুম বিষয়ে মনোসামাজিক নূন্যতম মানদণ্ড অনুযায়ী ডকুমেন্টেশন করার বিষয়ে প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিকভাবে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২০১০ সালে দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় কলম্বিয়ার বোগোটাতে। এর মূল লক্ষ্য ছিল একটি মনোসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করা যা নৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড অনুযায়ী অনুসন্ধান, সনাক্তকরণ, কবর থেকে উত্তোলন প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সম্প্রসারণে অবদান রাখবে। এই পদ্ধতি গুমের শিকার ব্যক্তিদের মর্যাদা পুন:প্রতিষ্ঠা এবং সত্যের সন্ধান, ন্যায়বিচার পেতে এবং গুমের পুনরাবৃত্তি রোধের ক্ষেত্রে ভিকটিমদের অধিকারগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

এই প্রশ্ন জাগে মনোসামাজিক বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার এবং ক্ষতিগ্রস্ত সংগঠনগুলো কর্তৃক কী সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য একটি মানদণ্ডের সেট তৈরী করা সম্ভব?

এশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতি কী এই মানদণ্ডগুলোর বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে? ২০১৪ সালে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্তের ভিকটিমদের ব্যাপারে সত্য ও বিচারের সন্ধানে অনুষ্ঠিত তৃতীয় মনোসামাজিক সম্মেলনে এই প্রশ্নগুলো ছিল জিজ্ঞাস্য বিষয়। এই সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল ন্যূনতম মানদণ্ডগুলো কী তা স্পষ্টভাবে প্রচার করা, আন্তর্জাতিক স্তরে এর বাস্তবায়ন এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এর ব্যবহার।

আফাদ যখন ন্যূনতম মানদণ্ড বিষয়ে ব্যবহারিক সুপারিশগুলো সংগ্রহ করছিল, তখন আফাদ এর প্রশ্ন ছিল, এশিয়ার নাগরিক সমাজ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এটি কিভাবে প্রয়োগ করবে।

এশিয়া প্রসঙ্গে

এশিয়া গুমের সর্বাধিক সংখ্যক ঘটনা ইউএন ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোরসড অর ইনভলান্টারি ডিস্এ্যাপিয়ারেন্সে (ইউএন ডাব্লিউজিইআইডি) জমা দিয়েছে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত, মোট ২৫,৭০৬টি ঘটনা ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক এসেছে ইরাক (১৬,৪০৮) এবং শ্রীলঙ্কা (৫,৭৫০) থেকে। যে ৮৮ দেশ ইউএন ডাব্লিউজিইআইডিতে ঘটনাগুলো জমা দিয়েছে তার মধ্যে ৩৪টিই দেশই এশিয়ার।

এশিয়া অঞ্চলটির ইতিহাস চিহ্নিত হয়েছে সহিংস-উপনিবেশ, অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাত, সামরিক একনায়কতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের নামে মুখোশযুক্ত ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্র হিসেবে। শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে গৃহযুদ্ধের সময় এতটাই বিশাল গুমের ঘটনা ঘটে যে, মানুষরা জানেন না কোথায় বা কীভাবে তাঁদের নিখোঁজ স্বজন, বন্ধু, প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের সন্ধান শুরু করবে।

বাংলাদেশ এবং ভারত-শাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে গুম এবং দায়মুক্তি সরকারের কার্যনির্বাহী, আইনগত এবং বিচারিক কাঠামোতে এতটাই গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে যে, সেখানে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার আবহাওয়া বিরাজ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে ইরাক, আফগানিস্থান এবং পাকিস্তানে হাজার হাজার গুমের ঘটনা সেই সব দেশের নাগরিকদের জন্য এক অশেষ দুঃস্বপ্ন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

বিশেষত: বিগত শতাব্দীতে এশিয়া অঞ্চলে সহিংসতার ব্যাপকতার কারণে এশিয়ার দেশগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন অবসানে দক্ষতা দেখাতে পারনি। এশিয়ার বেশিরভাগ দেশে বিচার ব্যবস্থা এবং দেশীয় আইনি কাঠামো দায়মুক্তির সংস্কৃতি বন্ধে অদক্ষ। বিশেষত: গুম এবং নির্বিচার অথবা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে ভিকটিমরা কোথায় আছেন বা তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটেছে, এই বিষয়ে তদন্ত এবং ফরেনসিক সক্ষমতার অভাব রয়েছে।

এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো এই মানবাধিকার লঙ্ঘনে নিজেদের জড়িত না করে গুমের শিকার ব্যক্তিদের সন্ধানের কাজটি মানবাধিকার এবং গণসংগঠনগুলোর ওপর ছেড়ে দিয়েছে। যে দেশগুলোতে সরকার এই কাজে অংশগ্রহন করে সেখানে মনো-সামাজিক কাজের গুরুত্ব না দিলে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের পুনরায় ভিকটিম হবার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। একইভাবে, মনো-সামাজিক কল্যাণ বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হলে ভুক্তভোগীরা পুনরায় ট্রমাটাইজেশন বা মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারেন।

মনোসামাজিক পরিসেবার সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। বিশ্বের এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক মানদণ্ডগুলো ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মনোসামাজিক সহায়তাসহ বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রের এই পরিসেবা প্রদান করার দায়িত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যদিও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিরা মনোসামাজিক সহায়তা পুরোপুরি পাননা অথবা এই সহায়তা নাই।

দুঃখজনক বিষয় হল, ইউএন কনভেনশন ফর দ্যা প্রটেকশন অব অল পারসন্স ফ্রম এনফোরসড ডিস্এ্যাপিয়ারেন্স (সিইডি), যা এই অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়, তা খুব কম দেশই অনুমোদন দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পাশাপাশি আঞ্চলিক এবং আভ্যন্তরীণ আইনশাস্ত্র মনোসামাজিক সহায়তা এবং ক্ষতিপূরণকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৯২ সনের ডিক্লারেশন অন দ্যা প্রোটেকশন অফ অল পারসন্স ফ্রম এনফোরসড ডিস্এ্যাপিয়ারেন্স এবং CED "যতদূর সম্ভব পুনর্বাসন সম্পন্ন করুন" বলে ভিকটিমদের অধিকারকে বর্ণিত করেছে।

মনোসামাজিক কাজের সংজ্ঞা

"মনোসামাজিক কাজ কী? মনোসামাজিক কাজ হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যা গুম, নির্বিচার বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় এবং সমাজে এর যে প্রভাব পড়ে তার প্রতিরোধ, নিরাময় এবং পরিণতিগুলো নিয়ে কাজ করে। এই প্রক্রিয়াগুলো ব্যক্তির কল্যাণ, ভিকটিমদের সামাজিক ও মানসিক সহায়তা প্রদান এবং তাঁদের সম্পূর্ণতা, মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা এবং সত্য, ন্যায়বিচার এবং সামগ্রিক ক্ষতিপূরণে তাঁদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়ে থাকে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সামাজিক সহায়ক নেটওয়ার্কগুলোকে মনোসামাজিক কাজ পুনর্গঠন করে। এই কাজটি সাধারণত পেশাদার দল এবং মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।"

-গুম, নির্যাতন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে এর অনুসন্ধান প্রক্রিয়া, ফরেনসিক তদন্তে মনোসামাজিক কাজের নীতি এবং ন্যূনতম মানদণ্ড আন্তর্জাতিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গুমের ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে সংশ্লিষ্টদের ওপর যে প্রভাব পড়ে সেখানে হস্তক্ষেপ করাই হল মনোসামাজিক কাজের উদ্দেশ্য। এটি একটি সামগ্রিক পদ্ধতি যা শুধুমাত্র গুমের শিকার ব্যক্তির ওপরেই নজর দেয়না বরং সেই সাথে গুমের কারণে সামাজিক প্রভাবগুলোর ওপরও নজর দেয়। হস্তক্ষেপকারীদের বুঝতে হবে যে গুমের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি।

হেরমান (১৯৯২) এর ট্রমা এ্যান্ড রিকভারী এর কাঠামো অনুযায়ী ট্রমা ভিকটিমকে নিরাময় লাভের পথে কতগুলো ধাপ পার হতে হয়।[১] শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায়ন বা ক্ষমতায়িত হওয়ার অবস্থানে পৌঁছানোই ট্রমা হতে নিরাময় লাভের অন্যতম একটি উপায়। নিরাময় অর্থ হল গুমের শিকার ফেরত আসা ভিকটিমের ক্ষমতায়ন; যিনি আশাহীনতা, অসহায়তা

১ Herman, J (1992). Trauma and Recovery. New York: Basic Books. -Why food note is here?

এবং ক্ষমতাহীন পর্যায় থেকে বের হয়ে এসে নতুনভাবে শুরু করতে, সহায়ক সম্প্রদায় খুঁজে পেতে, পছন্দ অনুযায়ী কিছু করার জন্য পুনরায় ব্যক্তিগত শক্তি অর্জন করে নিজের পছন্দ অনুসারে বিচার ও কাজ করতে সক্ষম হন।

লাতিন আমেরিকার গুমের শিকার পরিবারগুলোকে নিয়ে গঠিত সংগঠনগুলোর সঙ্গে জড়িত থেকে বিশেষত মনোসামাজিক সম্পৃক্ততার বিষয়ে কাজ করে আফাদ সমৃদ্ধ হয়েছে। মনোসামাজিক সম্পৃক্ততার একটি তাত্ত্বিক অবস্থান রয়েছে, যা মূলধারার সাইকোথেরাপি এবং মনস্থাত্ত্বিক গবেষণা এবং তার চর্চা থেকে আলাদা।[২] বস্তুত মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করাই মনোসামাজিক কাজের মূল উদ্দেশ্য, যা একে মূলধারার সাইকোথেরাপি এবং মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা এবং তার চর্চা থেকে পৃথক করে। ডেনিস এবং মো-লোবেদা (১৯৯৩) এর মতে সম্পৃক্ততা হল- "কিছুক্ষণের জন্য অন্য পথ থেকে সরে যাওয়া (এবং তারপর চিরকালের জন্য), প্রান্তিকে থাকা ব্যক্তিদের সাথে চলা, তাঁদের সাথে থাকা, যেতে দেয়া।"

এই নথি সম্পর্কে

তিমুর-লেস্তের "চুরি হওয়া শিশুদের" সন্ধানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বড় সাফল্য এই নথির বিকাশের জন্য একটি প্রধান অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তিমুর-লেস্তেতে ইন্দোনেশিয়ার সামরিক দখলের সময় হাজার হাজার গুমের শিকার শিশুদের মধ্যে চৌদ্দজন দশকের পর দশক ধরে বিচ্ছেদ অবস্থায় থাকার পর ২০১৫ সালের মে মাসে তাঁদের পরিবারের সাথে পুনরায় একত্রিত হতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় দফার পুনরেকত্রীকরণ একইভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৬ সালের মে মাসে, যেখানে চুরি হওয়া বারোটি শিশু শেষ পর্যন্ত বাড়িতে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইগুলো আরো পরিবারগুলোর পুনর্মিলনের ক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছে।

এই কারণে, আফাদ ২০১৬ সালের জুনে নূন্যতম মানদণ্ডকে জনপ্রিয় করার এবং দুই দেশের গুমের ভিক্টিমদের পুনরেকত্রীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয়ের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া এবং তিমুরে কর্মশালা করেছে। পরিবার এবং ভিকটিমদের নিয়ে গঠিত সংগঠন, মানবাধিকার সংস্থা, এমনকি ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাও এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে গুমের শিকার বেঁচে থাকা ভিক্টিমদের খোঁজার জন্য নূন্যতম মানদণ্ডকে প্রয়োগের ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছে।

এই নথিটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। আফাদ গত আঠারো বছর ধরে ভিকটিম পরিবারগুলোকে সামগ্রিকভাবে ক্ষমতায়ন করার চেষ্টা করছে। এই নথিটি এই ব্যাপারে অবদান রাখার ক্ষেত্রে একটি প্রচেষ্টা। আফাদ সেইসব দেশে সরাসরি মনোসামাজিক সেবা দিয়েছে, যেসব দেশে এর সদস্য সংগঠন রয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় যেসব সূক্ষ্ম এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংগৃহীত রয়েছে তা সন্নিবেশিত হয়েছে এই নথিতে। আফাদ আশা করে যে, এই নথিটি নাগরিক সমাজ এবং সরকারী সংস্থাগুলোর জন্য একইভাবে প্রয়োজনীয় নথি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

---

২ Watkins, M (2015). Psychosocial Accompaniment. Journal of Social and Political Psychology, 3 (1) 324-341

এটি উল্লেখ্য যে গুমের শিকার ব্যক্তির স্বজনরা গুমের বিষয়টি সবচেয়ে ভালভাবে অনুধাবন করতে পারেন, তাই তাঁরাই এই বিষয়টি নিয়ে ভালভাবে কাজ করতে সক্ষম। তবে, প্রিয়জনদের হারানোর ফলে তাঁদের ভেতরে বিপর্যয়কর পরিণতির সৃষ্টি হওয়ার কারণে মনোসামাজিক কাজ এবং ক্ষমতায়নের কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের যাওয়া প্রয়োজন।

সত্য ও ন্যায়বিচারের জন্য সন্ধানরত গুমের শিকার পরিবারগুলোকে ক্ষমতায়ন করা গেলে সত্য, ন্যায়বিচার, ক্ষতিপূরণ এবং গুমের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা অর্জনের দিকে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

মানবাধিকার

ভিকটিমের মর্যাদা এবং মূল্যকে স্বীকৃতি দিয়েই ব্যক্তি অধিকার এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ভিকটিমের সার্বজনীন মানবাধিকারের ওপর ভিত্তি করে গুম, নির্বিচার বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং ফরেনসিক বিষয়ক তদন্ত করতে হবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত গুমের শিকার ব্যক্তির সন্ধান না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গুম একটি চলমান অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এটি ব্যক্তির সেইসব মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যে বিষয়গুলোতে আন্তর্জাতিক সনদ এবং চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রগুলোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ভিকটিম যখন অধিকার ধারক

নীতিসমূহ*

গুম, নির্বিচার বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং ফরেনসিক তদন্তের সব ক্ষেত্রে ভিকটিম এবং তাঁদের পরিবারকে নৈতিক ও আইনী স্বীকৃতির অধিকার দেয়ার জন্য প্রচার করতে হবে এবং সমস্ত পর্যায়ে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সেইসঙ্গে এই ধরণের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে সত্য উদ্ঘাটন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার জন্য ভিকটিম, তাঁদের পরিবার, সম্প্রদায় এবং সমাজকে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

পুনর্বাসনমূলক প্রকৃতি

এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে গুম, নির্বিচার বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং ফরেনসিক তদন্তের জন্য যে কোন কাজই করা হোক না কেন তার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো যেন ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় এবং সমাজে পুনর্বাসনে বা ক্ষতিপূরণে ভূমিকা রাখে।

এটি ব্যক্তির আবেগ, চিন্তা এবং অভিজ্ঞতাকে সম্মান করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক এবং সামাজিক জীবনের পরিকল্পনা পুনর্গঠনে ব্যক্তির সহ্য করার ক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হয় । এই ক্রিয়াকলাপগুলো ভেঙ্গে পড়া ব্যক্তির জীবনকে পুনরায় গড়ে নিতে সহায়তা করে।

---

* গুম এবং বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা এবং এর সংজ্ঞাগুলো ইন্টারন্যাশনাল কনসেনসাস অন দি প্রিন্সিপালস এন্ড মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ডস ফর সাইকেসোশ্যাল ওয়ার্ক ইন সার্চ প্রসেসেস এন্ড ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশনস ইন কেসেস অফ এনফোসরড ডিস্এ্যাপিয়ারেন্সেস এন্ড আরবিট্রেরি অর এক্সট্রাজুডিসিয়াল এক্সিকিউসনস থেকে নেয়া হয়েছে।

নীতিসমূহ

স্বাতন্ত্রের দিকে দৃষ্টি

গুম, নির্বিচার বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং ফরেসিক তদন্ত সংক্রান্ত সব কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, প্রত্যাশা এবং প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ এবং লিঙ্গ, প্রজন্ম, সংস্কৃতি, জাতি, ভাষা, আধ্যাত্মিকতা, যৌন দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিষ্ঠান গঠন এবং প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি অন্যান্য নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য।

মানসিক অখণ্ডতা

গুম, নির্বিচার বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং ফরেসিক তদন্ত সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে ভিকটিমদের এবং তাঁদের পরিবারের মানসিক অখণ্ডতা রক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে ভিকটিমদের এবং তাঁদের পরিবারে এই বিষয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, সুরক্ষা দেয়া, তাঁদের পুনর্বাসন এবং শক্তিশালী করার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।

সমতা এবং বৈষম্যহীনতা

গুম, নির্বিচার বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিষয়ে যেকোন কাজ এবং ফরেনসিক তদন্ত কোনরকম বর্জন, পার্থক্য, সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে পক্ষপাতহীনভাবে করতে হবে। কোন আদর্শ, লিঙ্গ, জাতিগত, বর্ণভিত্তিক, নৃতাত্ত্বিক উৎসের ওপর ভিত্তি করে তা করা চলবে না। কারণ এটি করা হলে অসমতার সৃষ্টি হবে এবং ভিকটিমদের মানবাধিকার সংক্রান্ত স্বীকৃতি অবদমিত করা হতে পারে কিংবা তাঁদের অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হতে পারেন।

কোন ক্ষতি নয়

গুম হওয়া ব্যক্তির সন্ধান এবং ফরেনসিক তদন্তে জড়িত সমস্ত দলকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে ভিকটিমের আর কোনও ক্ষতি না হয় এবং তাঁদের কাজের প্রকৃতি ভিকটিমের পুনর্গঠনে সহায়তা করে সেই ধরনের প্রচারণা চালাতে হবে।

সব কাজেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ভিকটিম এবং তাঁদের পরিবারের প্রত্যাশা পূরণ করা এবং লক্ষ্য স্থির করা যাতে তাঁরা পুনরায় মানসিক আঘাত (re-traumatization) ছাড়াই তাঁদের প্রিয়জনদের খোঁজ, ফরেনসিক তদন্ত এবং ভিক্টিমদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে অন্তর্ভুক্ত হতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারেন।

মানদণ্ড ১

গুম এবং বিচারবহির্ভূত অথবা নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের বিষয়ে খোঁজ

নূন্যতম মানদণ্ড

এই মানদণ্ড গুমের শিকার ব্যক্তিকে খোঁজ করার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপকারী দলগুলোর প্রতিশ্রুতির গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। কত আগে গুম সংঘটিত হয়েছে অথবা অতীতে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কি হয়নি, হস্তক্ষেপকারী দলগুলোর সকল প্রচেষ্টা থাকবে গুমের শিকার ব্যক্তি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁকে তাঁর স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া। যদি গুম হওয়া ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে যথার্থ রীতি অনুযায়ী কবর দেয়া, শবদাহের মাধ্যমে খোঁজ করার পরিসমাপ্তি করার ক্ষেত্রে সহায়তা করা যেতে পারে। গুমের শিকার ব্যক্তি জীবিত থাকলে পরিবারের সাথে তাঁদের পুনর্মি-লন করার পথ সহজতর করতে হবে। সশস্ত্র সংঘাত চলাকালীন অথবা শান্তিকালীন সময় নির্বিশেষে গুমের শিকার ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করার জন্য এই দায়িত্ব প্রযোজ্য হবে।

গুমের শিকার ব্যক্তিদের খোঁজ করার ক্ষেত্রে প্রায়োগিক সুপারিশ

১। পদ্ধতিগত এবং টেকসই মানবাধিকার ডকুমেন্টেশনঃ গুমের শিকার ব্যক্তিদের অনুসন্ধানের বিষয়ে মৌলিক কর্মকাণ্ড হল তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা । গুমের মূল তথ্যগুলো অনুসরণ করলে তা তদন্তকর্ম শুরু করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রিপোর্টটির সত্যতা যাচাই করার পর এটি অনুসন্ধান এবং আইনী প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য তথ্যগুলো যাতে সহজে পাওয়া যায় সে জন্য ডকুমেন্টেশনটি একটি সুরক্ষিত ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

গুমের ঘটনাগুলোর ডকুমেন্টেশন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, তাই এই তথ্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চলমান রাখা এবং নতুন কোন অগ্রগতি (update) হলে তা হালনাগাদ করা জরুরী। ফলে হস্তক্ষেপকারীরা ঘটনাগুলোর বিষয়ে কাজ করার জন্য আরো প্রস্তুত হতে পারেন।

গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণের আন্তর্জাতিক সপ্তাহে গুমের শিকার পরিবারের সদস্যদের সমাবেশ। ছবি: অধিকার, ২০১৯

২। মৃত্যুর পূর্বেকার (ante-mortem) তথ্য সংগ্রহঃ এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো ভিকটিমদের মৃত্যুর পূর্বেকার তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা একটি বড় দুর্বলতা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ব্যর্থতা মৃতদেহ সনাক্তকরণে ফরেনসিক তদন্তের ক্ষেত্রে সমস্যার কারণ হতে পারে। যাঁরা গুমের ঘটনাগুলো ডকুমেন্ট করার জন্য নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁদের অবশ্যই উপকরণ/নথি সংগ্রহ করতে হবে, যা মৃতদেহ সনাক্তকরণে সহায়ক হবে- যেমন মেডিকেল রেকর্ড, ছবি এবং দাঁতের এক্সরে। যদি এগুলো পাওয়া না যায়, তাহলে যেসব ব্যক্তি ভিকটিমকে চিনতেন, তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ভিকটিমের বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন চিহ্নিতকরণ করা যেতে পারে। যেসব ভিকটিম ফিরে এসেছেন তাঁদের তথ্য সংগ্রহে একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যাঁরা অল্প বয়সে গুম হয়েছিলেন তাঁদের পূর্ব পরিচয় তাঁদের স্মরণে নাও থাকতে পারে। এই ক্ষেত্রে, গুমের পূর্ববর্তী তথ্য গুমের শিকার ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

এই ব্যাপারে আরো তথ্যের জন্য:

Dueck, J., Guzman, M., & Verstappen, B.(2001). HURIDOCS Events Standard Formats: A Tool for Documenting Human Rights Violations, English. HURIDOCS. URL: https://www.huridocs.org/our-manuals

মানদণ্ড ২

স্বজনদের খোঁজে

গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানে থাকা তাঁদের স্বজনরা হলেন প্রধান স্টেকহোল্ডার, যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনের গুমের কারণে প্রত্যক্ষ এবং গুরুতরভাবে প্রভাবিত হন। গুমের শিকার ব্যক্তির স্বজনদের ওপর অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক, আবেগগত, মানসিক এবং সামাজিক প্রভাব পড়ে। তাই, গুমের শিকার ব্যক্তির নিকটতম স্বজনদের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং গুমের শিকার ব্যক্তিদের খোঁজ করার প্রক্রিয়া, ফরেনসিক তদন্ত এবং আইনী প্রক্রিয়ায় স্বজনদের অংশগ্রহণ করানোর জন্য তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে। এটি তাঁদের পরিসেবা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ।

গুমের শিকার ব্যক্তির স্বজনদের খোঁজ করার ক্ষেত্রে প্রায়োগিক সুপারিশ

সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন

গুমের শিকার ব্যক্তির স্বজনদের খোঁজ করা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। ভিকটিম পরিবারগুলো সনাক্ত করা এবং তাঁদের খুঁজে বের করতে হলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করা গুরুত্বপূর্ণ, যেমন: গুমের শিকার পরিবারগুলোর সংস্থা, তৃণমূল বা গণসংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা। যেখানে এইসব সংস্থা নেই, সেখানে মিডিয়াকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মানদণ্ড ৩

স্বজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

পরিবারের কেউ গুমের শিকার হলে তাঁর স্বজনরা প্রায়শই বিভিন্ন আবেগীয় ট্রমা এবং মর্মপীড়ায় ভোগেন। তাঁদের অনেকেই মনোসামাজিক কাউন্সেলিং পান না। তাঁদের অনেকে অপরাধীদের দ্বারা হয়রানির ভয়ে চুপ করে থাকেন এবং অনেকক্ষেত্রে পরিবারের অন্য সদস্যরাও গুম হয়ে যেতে পারেন এই ধরণের প্রত্যক্ষ হুমকি থাকায় তাঁরা চুপ থাকেন।

যেহেতু অনেক স্বজনই সুরক্ষিত নন এমন সেক্টর এবং গ্রুপ থেকে আসেন যেমন- দরিদ্র, নারী, শিশু, আদিবাসী, কৃষক এবং যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন ইত্যাদি এমন অনেকেই তাঁদের অধিকার এবং গুমের বিরুদ্ধে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে জানেন না। গুমের বিষয়ে স্বজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য হস্তক্ষেপকারীদের চেষ্টা করতে হবে যেন স্বজনরা অসহায় অবস্থা থেকে রূপান্তরিত হয়ে ক্ষমতায়িত হতে পারেন।

গুম প্রতিরোধে ডকুমেন্টেশন এবং এডভোকেসি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ভিকটিম পরিবারের সদস্যরা। ছবি: অধিকার, ২০১৭

গুমের শিকার ব্যক্তির স্বজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যাপারে প্রায়োগিক সুপারিশ

১. সচেতনতা বৃদ্ধি: ভিকটিমদের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হস্তক্ষেপকারীদলের একটি লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর মাধ্যমে ভিকটিমরা তাঁদের ভিক্টিমাইজেশন থেকে বের হয়ে এসে তাঁদের এবং অন্যদের অধিকারের জন্য লড়াই করার ব্যাপারে সক্ষম হয়ে ওঠেন।

স্বজনদের গুমের প্রকৃতি বোঝাটা জরুরী। কখনো কখনো শিশু এবং স্ত্রী/স্বামীরা গুমের শিকার ব্যক্তিকে তাঁদের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করে থাকেন। যেসব স্বজন ব্যক্তিগতভাবে গুমের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের কেউ কেউ প্রিয়জনের জীবন বাঁচাতে পারেননি বলে নিজেদের দোষারোপ করেন। তাঁদের কষ্টের উপশম ঘটবে তখন তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, রাষ্ট্রই এই গুমের জন্য দায়ী।

২। স্বজনদের সংগঠিত এবং সক্রিয় করাঃ অনুসন্ধান এবং তদন্ত প্রক্রিয়ায় স্বজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। স্বজনদের সংগঠিত করে তাঁদের সহযোগী ভিকটিমদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে পারস্পরিক সহায়তার বন্ধন তৈরি করা হয়।

স্বজনরা সংগঠিত হলে তাঁরা আরো শক্তিশালী কণ্ঠ হয়ে সরকারের কাছে তাঁদের জোরালো দাবী তুলে ধরতে পারেন। দৃঢ় সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে তাঁদের কিছু চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। যেমন মনোসামাজিক (হিলিং সেশন), অর্থনৈতিক (জীবিকার প্রজেক্ট), এবং আইনগত সহায়তা ইত্যাদি।

সংগঠনগুলোর পরিসর স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত হতে পারে। অন্য দেশের সংগঠনগুলোর সঙ্গে স্বজনদের নেটওয়ার্কিং গুমের বিষয়ে তাঁদের বোঝাপড়া জোরদার করে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভিকটিমদের মধ্যে সংহতি গড়তে উৎসাহিত করে।

গুমের শিকার ব্যক্তিদের প্রতি সংহতি প্রকাশে আন্তর্জাতিক দিবসে গুমের শিকার পরিবারের সদস্যদের সমাবেশ। ছবি: অধিকার, ২০২০

৩. স্বজনদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করাঃ গুমের বিষয়ে কাজ করতে গেলে স্বজনদের সম্মতি নেয়া একটি পূর্বশর্ত। উদাহরণস্বরূপ মানবাধিকার সংগঠনগুলো এমন অনেক কাজ করে যা অনেক ক্ষেত্রেই স্বজনদের ইচ্ছা কিংবা তাঁদের কল্যাণকে বিবেচনা করেনা এমনকি কখনো কখনো এইসব সংগঠনের কর্মকাণ্ডে তাঁদের ক্ষতি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গুমের শিকার ব্যক্তির স্বজনরা প্রথম দিকে ভিক্টিমকে খুঁজে পেতে গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে চাইতে পারেন। কারণ গুমের বিষয়ে প্রচার ভিকটিমকে ক্ষতি করার জন্য অপরাধীদের উৎসাহিত করতে পারে। সত্য ও ন্যায়বিচারের জন্য যে সংগ্রাম, তা অবশ্যই ভিকটিমের কল্যানের বিনিময়ে করা উচিত নয়।

সব কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য পরিস্থিতি এবং পরিণতি সম্পর্কে স্বজনদের স্পষ্ট ধারণা দেয়া উচিত যাতে ভবিষ্যত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তাঁদের পক্ষে সহায়ক হয়। অনেক সংস্কৃতিতে কবর হতে লাশ উত্তোলনের ব্যাপারে স্বজনরা অসন্তুষ্ট বা বিক্ষুব্ধ হন সেখানে স্বজনদের কাছে সম্মতি চাওয়া চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। তাই, হস্তক্ষেপকারী দলগুলোকে

এই প্রক্রিয়াগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং স্বজনদের সিদ্ধান্তকে এমনকি সেটি যদি এই প্রক্রিয়াকে আর অগ্রসর হতে না দেয়, তবুও তাকেই চূড়ান্ত হিসেবে সম্মান করা উচিত।

গুম প্রতিরোধে ডকুমেন্টেশন এবং এডভোকেসি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা ছবি: অধিকার, ২০১৭

মানদণ্ড ৪

ঘটনার স্পষ্ট বর্ণনা, সত্য এবং স্মৃতির অধিকার

কীভাবে গুম সংঘটিত হয়েছে, কে এর জন্য দায়ী এবং কেন তা ঘটেছে- সেই বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ভিকটিমের স্বজনদের শুধুমাত্র কিছু ঘটনার সত্যতা জানানো এই তদন্তের উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি সম্প্রদায় এবং সমাজেও ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এই ধরণের অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি রোধে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে ইতিহাসের অন্ধকার মুহূর্তের ফিরে আসাকে প্রতিহত করা যায়।

ঘটনার স্পষ্ট বর্ণনার ব্যাপারে প্রায়োগিক সুপারিশ

১। সত্য অন্বেষণ প্রক্রিয়া শুরু করা: সত্য অন্বেষণ প্রক্রিয়া হল এমন একটি কৌশল যা সংঘাত অথবা নিবর্তনমূলক শাসনের ফলে যেসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে, তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছু রাষ্ট্র এটা ব্যবহার করে। এই প্রক্রিয়াটি হল অন্তর্বর্তী বিচার কাঠামোর অংশ। সত্য-অন্বেষণের মেকানিজমের মধ্যে রয়েছে ট্রুথ কমিশন, যা একটি অবিচারিক (non-judicial) বা আধা-বিচারিক (quasi-judicial) তদন্তকারী সংস্থা, যা অতীতের সহিংসতার ধরন খুঁজে বের করে ধ্বংসাত্মক ঘটনার কারণ এবং ফলাফল তুলে ধরে। এই কমিশন ভিকটিমদের এবং সমাজের মানুষের সত্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২। শিক্ষা এবং স্মরণমূলক কর্মকাণ্ডঃ অতীতের অত্যাচারের স্মৃতিকে জাগ্রত রাখার প্রচেষ্টা বহাল রাখা উচিত, যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িতরা ইতিহাসের পরিবর্তন করতে না পারে। ঐতিহাসিক সত্য সংরক্ষণ করা এবং এই সংক্রান্ত আলোচনা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভূক্তিকরণ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতীক এবং স্মরণমূলক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

৩। ডকুমেন্টেশনঃ সরকার সত্য অনুসন্ধান কাজের নেতৃত্ব নিতে রাজি না হলে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ডকুমেন্টেশন করে তথ্যের শূন্যস্থান পূরণ করে সাক্ষ্য এবং প্রমাণ সংগ্রহ করে রাখে।

এই ব্যাপারে আরো তথ্যের জন্যঃ

UN WGEID. General Comment on the Right to Truth in Relation to Enforced Disappearances. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GCright_to_the_truth.pdf

UN Office of the Secretary-General (2010). Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice. URL: https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_-March_2010FINAL.pdf

মানদণ্ড ৫

ন্যায়বিচারের অধিকার

রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব রয়েছে গুমের ঘটনাগুলোর তদন্তের পাশাপাশি যারা এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা।

গুমের সঙ্গে জড়িতদের দায়বদ্ধ করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ছাড়াও রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি রোধে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি গড়ে তোলা। এটি ইউ এন কনভেনশন ফর দ্যা প্রটেকশন অব অল পারসন্স ফ্রম এনফোরসড ডিস্এ্যাপিয়ারেন্স (সিইডি) এর স্বাক্ষর, অনুস্বাক্ষর, বাস্তবায়ন এবং গুমের বিষয়ে আভ্যন্তরিণ আইন তৈরি করার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে:

- স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা;
- ভিকটিমের ভাগ্য এবং অবস্থান অস্বীকার করা;
- রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রের সহায়তায় অথবা মৌন সম্মতিতে অপরাধ সংঘটিত করা।

তাছাড়া, গুমের ফলে কিভাবে ভিকটিমরা আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হন তাও এই আইন তৈরির সময় বিবেচনায় নিতে হবে।

দেশীয় আইনেও গুম করাকে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে- যেমন, যতক্ষণ পর্যন্ত ভিকটিম গুম থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এর সময়কাল ধরা হবে না। কোন ঘটনার

ব্যাপারে এটি অতীতের যে কোন সময় থেকে (ভূতাপেক্ষ) প্রযোজ্য হতে পারবে। এর অর্থ হল আইন করার আগেও যেসব গুমের ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর বিচার করা।

গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুস্বাক্ষরে জাতিসংঘের গুম বিষয়ক কমিটির (ইউএন কমিটি অন এনফোর্সড ডিস্এ্যাপিয়ারেন্স) স্বতন্ত্র এবং আন্তঃরাষ্ট্রিয় অভিযোগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ন্যায়বিচারের অধিকার এর প্রচারের ব্যাপারে প্রায়োগিক সুপারিশ

১। গুমের বিরুদ্ধে সনদে (সিইডি) অনুস্বাক্ষর: ব্যক্তির সম্মান, সুরক্ষা, এবং গুম থেকে মুক্ত থাকার অধিকারকে আইনগতভাবে আবদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্রসমূহকে সিইডি অনুস্বাক্ষর করতে হবে। সিইডি অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলোকে সত্য, ন্যায়বিচার, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন এবং গুমের পুনরাবৃত্তি রোধের অধিকার নিশ্চিত করতে বাধ্য করে।

রাষ্ট্রসমূহ গুমের বিরুদ্ধে সদন অনুস্বাক্ষর করলে রাষ্ট্রগুলোকে স্বাধীন বিশেষজ্ঞ সংবলিত এনফোরসড ডিসএ্যাপিয়ারেন্সের কমিটিতে রিপোর্ট দিতে হয়, যারা কনভেনশন (সিইডি) বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করেন। রাষ্ট্রগুলো কমিটির যোগ্যতার স্বীকৃতি দিলে কমিটি স্বতন্ত্র অভিযোগও গ্রহণ করতে পারে।[৩] এছাড়াও অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগও কমিটি গ্রহণ করতে পারে।

২। গুমের সহায়ক আইন বাতিল করা এবং গুম বিরোধী আভ্যন্তরীণ আইন কার্যকর করা: যেসব দেশে এমন সব আইন আছে যা গুম করতে বা গুম করাকে ন্যায্যতা দেয় যেমন- প্রটেকশন অফ পাকিস্থান এ্যাক্ট এবং ভারতের সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন [আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার্স) এ্যাক্ট অফ ইন্ডিয়া]- এই ধরণের আইন বাতিল করতে হবে। রাষ্ট্রগুলোকে আভ্যন্তরীণ আইন তৈরী করতে হবে, যা গুমকে অপরাধ হিসেবে বিধিবদ্ধ করবে, যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপ করবে এবং এমন ব্যবস্থা নেবে যাতে এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

৩। জাতিসঙ্ঘের স্পেশাল প্রসিডিউর (UN Special Procedures) এর ব্যবহার: যখন রাষ্ট্র সিইডি (CED) অনুস্বাক্ষর করতে ব্যর্থ হয় তখন ভিকটিমের স্বজন অথবা মানবাধিকার সংগঠনগুলো জাতিসঙ্ঘের স্পেশাল প্রসিডিউর এর আওতায় ১৯৯২ সালের ডিক্লারেশন অন দ্যা প্রটেকশন অব অল পারসন্স ফ্রম এনফোর্সড ডিস্এ্যাপিয়ারেন্স অনুযায়ী রাষ্ট্র তার কর্তব্যের বিষয়ে অগ্রগতি করছে কি না তা মনিটর করে এবং কীভাবে তা উন্নত করা যায় সেই বিষয়ে সুপারিশ করতে পারে। ইউএন ওয়ার্কিং গ্রুপ ভিকটিমদের জন্য আরো সহায়ক। কারণ এর মাধ্যমে তারা গুমের বিষয়ে সরকারগুলোকে চাপ প্রয়োগ করতে পারেন।

৩। সিইডির ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "একটি রাষ্ট্রপক্ষ এই সনদটি অনুমোদনের সময় অথবা পরবর্তি যেকোন সময়ে ঘোষনা করতে পারে যে, ঐ রাষ্ট্র কমিটিকে ঐ রাষ্ট্রের এখতিয়ারাধীন ব্যক্তি যারা ঐ রাষ্ট্র কর্তৃক এই সনদের বিধান সমূহ লঙ্ঘনের শিকার বলে দাবি করে বা তাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি বর্গের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ এবং বিবেচনা করতে পারার যোগ্যতাকে অস্বীকার করে।

এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ ক) তিন মাস আগে যে গুমের ঘটনা ঘটেছে সেই ব্যাপারে প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে জরুরী ব্যবস্থা নেয়া; খ) যখন কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার, আটক, অপহৃত হয়েছেন, বা অন্যথায় তাঁর স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে কিংবা গুম হয়ে গেছেন বা হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন সেই বিষয়ে জরুরী পদক্ষেপ (আর্জেন্ট আপিল) করা; গ) গুমের ঘটনার তিন মাস পরে রিপোর্ট করা হলে সেই ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি অনুসরণ করা; ঘ) গুমের ক্ষেত্রে স্বজন, সাক্ষী, কোন সংগঠনের সদস্য বা মানবাধিকার কর্মীদের হুমকি, নিপীড়ন বা প্রতিশোধের ঘটনার জন্য দ্রুত হস্তক্ষেপ করে চিঠি দেয়া; এবং ঙ) জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো যারা গুম সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে তাদের ব্যাপারে সাধারণ অভিযোগ (জেনারেল এ্যালিগেশনস) যা গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজন বা সংগঠনের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের সারসংক্ষেপ।

৪। জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিটির অভিযোগ প্রক্রিয়ার (UN Complaint Procedure) ব্যবহারঃ মানবাধিকার লঙ্ঘনকে তুলে ধরার জন্য জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিটি এই UN Complaint Procedure প্রতিষ্ঠা করেছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করা সাপেক্ষে যখন সব আভ্যন্তরীণ প্রতিকার এবং এর সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন এই প্রক্রিয়া ব্যবহার হয়।

উল্লেখ্য, ইউএনএইচআরসি (UNHRC) এর অভিযোগ পদ্ধতি শুধুমাত্র প্রযোজ্য হবে সেইসব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যারা নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ (ICCPR) এবং এর অপশনাল প্রোটকল অনুস্বাক্ষর করেছে।

এই ব্যাপারে আরো তথ্যের জন্যঃ

UN General Assembly (2010). UN Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. URL:http://www.ohchr.org/EN/HR-Bodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx

Procedures of UN Working Group on Enforced or In voluntary Disappearances. URL:http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/Procedures.aspx

UN Huma n Rights Committee Complaint Procedure: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx

Full text of the Philippine's Republic Act 10353. URL : https://hronlineph.com/resources/domestic/ra10353-an-act-defining-and-penalizing-enforced-or-involuntarydisappearance/

মানদণ্ড ৬

সর্বাঙ্গীণ ক্ষতিপূরণ

রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার অংশ হল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ভিকটিমের ক্ষতিপূরণ-পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। প্রতিস্থাপনের অধিকার বিভিন্ন ব্যবস্থা এবং নীতির মাধ্যমে ভিকটিমের অধিকার এবং কল্যাণের নিশ্চয়তা দেয়। এগুলো বিভিন্ন ধরণের হতে পারে যেমন আর্থিক ক্ষতিপূরণ, পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন এবং পুন:স্থাপন ও প্রতীকী ক্ষতিপূরণ।

সিইডি পক্ষরাষ্ট্রগুলোকে ম্যান্ডেট দেয় যে, রাষ্ট্র তার আইনী কাঠামোতে ভিকটিমের প্রতিস্থাপন (reparation) এবং দ্রুত, ন্যায্য ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান যেন নিশ্চিত করে। এটি বৈষয়িক এবং নৈতিক ক্ষতির বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রতিস্থাপনমূলক কাজ করে, যেমন ক) পুনরুদ্ধার, খ) পুনর্বাসন, গ) সন্তুষ্টি, মর্যাদা পুনরুদ্ধারসহ এবং খ্যাতি, এবং ঘ) পুনরাবৃত্তি রোধের নিশ্চয়তা (অনুচ্ছেদ ২৪)।

সর্বাঙ্গীন ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে প্রায়োগিক সুপারিশ

১। আভ্যন্তরীণ প্রতিস্থাপন (domestic reparation) প্রোগ্রাম: রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই পুনরূদ্ধার পরিকল্পনা বলবৎ করতে হবে, যার অর্থ হলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। যার মধ্যে রযেছে- পরিচয় পুনরুদ্ধার, স্বাধীনতা পুন:প্রতিষ্ঠা অথবা ব্যক্তিকে তাঁর বাসস্থানে ফিরিয়ে আনা। যেহেতু বেশিরভাগ গুমের ক্ষেত্রে ক্ষতি অপূরণীয়, তাই পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। পুনরুদ্ধার এর লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পুনর্বাসন করতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাত্রা অনুযায়ী উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ ভিকটিমদের অবশ্যই দিতে হবে। পুনর্বাসন কার্যক্রম বা চিকিৎসাগত ও মানসিক যত্ন এবং পুনর্বাসন ও আইনী এবং জীবিকা সহায়তাসহ সামাজিক পরিষেবাগুলোতে সমর্থন, চিকিৎসা সহায়তা এবং বৃত্তিপ্রদান ভিকটিমদের জন্য সহজলভ্য করতে হবে। ভিকটিমদের মর্যাদা পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারীভাবেও ক্ষমা চাওয়া জরুরী।

২। আইনী স্বীকৃতি: যেহেতু এমন কোন আইনী ক্যাটাগরি নেই যা “গুম” কে স্বীকৃতি দেয়, ফলে গুমের শিকার ব্যক্তির স্ত্রী/স্বামী বা ভিকটিমের উত্তরাধিকারী হতে পারেন এমন ব্যক্তিরা পেনশন, বীমা এবং উত্তরাধিকার এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। এটি স্বজনদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার অন্যতম একটি কারণ। একই সময় অনেক স্ত্রী নিজেদের বিধবা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, গুমের শিকার ব্যক্তির স্ত্রী/স্বামী ভিকটিমের অনুপস্থিতিতে সহায়তা পেতে চাইলে তাঁদের জন্য অনুপস্থিতির সনদ ইস্যু করা হয়।

৩। প্রতিস্থাপন সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রত্যাশা: ভিকটিমকে তাঁদের পুনস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রত্যাশাকে পরিমাপ করতে দিতে হবে। হস্তক্ষেপকারীদের অবশ্যই

পরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে, যেখানে স্বজনরা তাঁদের দাবি প্রকাশের সুযোগ পাবেন, যাতে তাঁদের প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে করার সর্বাধিক মান নির্ধারণ করা যায়।

এই ব্যাপারে আরো তথ্যের জন্য:

UN WGEID (2015). Report of the for the Twenty-Second Session of the Human Rights Council. URL: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.45_English.pdf

মানদণ্ড ৭

সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা

সিইডি এর ১২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গুমের শিকার ভিক্টিমের স্বজনদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

“উপযুক্ত পদক্ষেপগুলো নেয়া হবে, যেখানে প্রয়োজন, নিশ্চিত করতে হবে যে অভিযোগকারী, সাক্ষী, গুমের শিকার ব্যক্তির স্বজন এবং তাঁদের আইনগত সহায়তাকারী পাশাপাশি তথ্যানুসন্ধানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা অভিযোগ প্রকাশ বা কোনও প্রমাণ দেখানোর কারণ সমস্ত অন্যায় আচরণ বা ভয় দেখানো থেকে সুরক্ষিত থাকেন”.

উপরোক্ত ব্যক্তিদের হয়রানি, ভয়ভীতি ও শারীরিক হুমকির বিষয়ে সুরক্ষা দেয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করাসহ অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে।

যদিও এই বাধ্যবাধকতা বিশেষভাবে পক্ষরাষ্ট্রের ওপর বর্তায়, তথাপি অনুসন্ধান এবং কবর থেকে উত্তোলন প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তার বিষয়টিই প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষত যেখানে সশস্ত্র সংঘাত, আধা সামরিক হামলা, রাষ্ট্রিয় নিপীড়ন কিংবা অন্যান্য চলমান সহিংসতার প্রেক্ষিতে অপারেশনের আগে, চলাকালীন এবং পরে নিরাপত্তামূলক সাবধানতা নেয়া উচিত।

সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সুপারিশ

১। **সুরক্ষা কর্মসূচী:** রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যক্রমে সাক্ষীদের সুরক্ষা দেবার যে বিধান রয়েছে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের এবং/অথবা সাক্ষীদের জন্য এই সুরক্ষা প্রসারিত করতে হবে। গুমের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিচারের আগে, বিচার চলাকালীন এবং পরে ভিকটিমের স্বজন এবং/অথবা সাক্ষী এবং তথ্যদাতাদের হুমকী থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে নিরাপদ আশ্রয় এবং দেহরক্ষী দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। **সম্ভাব্য কবরস্থানগুলো রক্ষা করা:** স্বার্থান্বেষী মহল থেকে ভিকটিমের সন্ধান গোপন রাখার অভিপ্রায়ে কবরস্থানগুলোতে এমনভাবে সুরক্ষা দিতে হবে যাতে অবৈধ হস্তক্ষেপের

মাধ্যমে তারা সেগুলো পরিবর্তন বা সেইসব স্থান থেকে দেহাবশেষ অপসারণ করতে না পারে। এটি স্বজনদের জন্য এবং ভবিষ্যতের তদন্ত/কবর থেকে উত্তোলনের জন্য দেহাবশেষের অক্ষততার নিশ্চয়তা দেয়। সম্প্রদায়ের ওপর আস্থার পরিমান নির্ধারণ করে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদানের ব্যাপারে অনুরোধ করা যেতে পারে।

৩। রাষ্ট্রের সাথে কাজ করা: রাষ্ট্র যেখানে নিবর্তনমূলক অথবা যেখানে সশস্ত্র সজ্ঞাত চলছে, সেইক্ষেত্রে কোন নিরাপদ স্থান রয়েছে কি না তা নির্ণয় করতে হবে। এই পরিস্থিতিতেও রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বনিম্ন পর্যায়ের একটি সমন্বয় করা যেতে পারে। স্বজন কিংবা যে সকল দল কবর থেকে দেহবাশেষ উত্তোলন করেন বা গুম হওয়া ব্যক্তির সন্ধানে আছেন, সেই সব ব্যক্তিদের রাষ্ট্র কোন ক্ষতি করবে না এমন কোন আশ্বাস যদি থাকে, কেবল তখনই রাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হয়। এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্বজনদেরই নিতে হবে যে তাঁরা এতে রাজি কিনা। স্বজনরা এতে রাজি হলে তাঁদের সুরক্ষা পেতে হবে।

যেখানে সরকার অনেক বেশী দমনমূলক সেখানে অনেক সময় সংগঠনগুলো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভাল বিকল্প হিসেবে খুঁজে পান, যারা নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে। হস্তক্ষেপকারীরা এই ধরনের সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করবেন যাদের এই কাজে যুক্ত করা সম্ভব এবং কিভাবে তাদের যুক্ত করা যেতে পারে।

৪। ঝুঁকি মূল্যায়ন: যে সকল হস্তক্ষেপকারী দল চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে কাজ করে, তারা ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে নিরাপত্তার বিষয়ে পূর্বানুমান এবং চ্যালেঞ্জের বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়ে উপকৃত হতে পারে। ফ্রন্ট লাইন ডিফেন্ডার্স ঝুঁকি বোঝার জন্য একটি ফর্মুলা তৈরী করেছে। এই ফর্মুলা অনুযায়ী হুমকির কারণে অরক্ষিত অবস্থা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। এই ঝুঁকিটা প্রশমিত করা সম্ভব দলের সক্ষমতা বাড়ানোর মধ্য দিয়ে।

ভিকটিম অথবা সাক্ষীদের তাঁদের মূল জায়গা এবং জীবিকা থেকে সরিয়ে দেয়া সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে তাঁদের অস্থায়ী জীবিকার সহায়তা প্রয়োজন।

এই ব্যাপারে আরো তথ্যের জন্য:

Eguren, E. (2005). Protection Manual for Human Rights Defenders. Frontline Defenders. URL : https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/protection-handbook-human-rights-defenders

মানদণ্ড ৮

প্রক্রিয়ায় অপরিবর্তনীয় তথ্য এবং স্বচ্ছতা

সমস্ত হস্তক্ষেপকারীকে নিশ্চয়তা দিতে হবে যাতে স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট তথ্য স্বজনরা পান। অনুসন্ধান এবং কবর থেকে দেহবাশেষ উত্তোলন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ এই তথ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে ফলাফল এবং পরিণাম জড়িত আছে। যেমন স্বজনদের ঝুঁকি এবং এই বিষয়ে তাঁদের সচেতন করা জরুরী। প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

এই প্রক্রিয়ার অগ্রগতির বিষয়ে তাঁদের তথ্য দিতে হবে। এই প্রক্রিয়ার সমাপ্তির ফলাফল অবশ্যই স্বজনদের জানার সুযোগ করে দিতে হবে।

অপরিবর্তনীয় তথ্য এবং স্বচ্ছতার বিষয়ে প্রায়োগিক সুপারিশ

১। প্রত্যাশা-ব্যবস্থাপনা: অনুসন্ধান বা কবর হতে দেবাশেষ উত্তোলন মিশনে অনেক কিছুই ভুল হওয়ার আশঙ্কা বা ঝুঁকি থাকতে পারে। হস্তক্ষেপকারীরা অবশ্যই যেন তা স্বজনদের পুরোপুরি বুঝিয়ে দেন যে, এই প্রক্রিয়াতে ঝুঁকি রয়েছে এবং এর ফলাফল বিভিন্ন রকম হতে পারে। ফলে স্বজনেরা মিথ্যা আশা করবেন না।

২। তথ্য ফেরত: অনুসন্ধান এবং ফরেনসিক প্রক্রিয়ার ফলাফল অবশ্যই গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের জানাতে হবে। কবর হতে দেহবাশেষ উত্তোলন করার ক্ষেত্রে কোথায় কাজ সম্পাদন হয়েছে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের তথ্য জানার অধিকার রয়েছে। মিশন শেষে যদি সমাপনীমূলক কোন ফলাফল না আসে, সেই ক্ষেত্রে দেহাবশেষ পেয়েছে কিনা অনুসন্ধানকারী দল অন্ততপক্ষে সেই বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য জানাবে। উপসংহারে আসার পর অনুসন্ধানকারী দলের উচিত তা ভিকটিমের স্বজন এবং সম্প্রদায়কে অবহিত করা।

মানদণ্ড ৯

মনোসামাজিক যত্নের অধিকার

মনোসামাজিক যত্নের অধিকার রাষ্ট্রের দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা সর্বাঙ্গীণভাবে ভিকটিমদের প্রতিস্থাপন করে এবং এর দায়িত্ব হল সম্প্রদায় এবং ভিকটিমদের স্বজনদের মানবিক সহায়তা প্রদান করা। ভিকটিমদের স্বজন, সম্প্রদায় এবং সাথীদের পুনরায় ভিক্টিমাইজেশন প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় বা অ-রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকারীদের অনুসন্ধান প্রক্রিয়া এবং ফরেনসিক তদন্তের প্রতিটি ক্ষেত্রে মনোসামাজিক যত্নের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ।

মনোসামাজিক যত্নের অধিকারের প্রায়োগিক সুপারিশ

১। কাউন্সেলিং এবং মনোসামাজিক পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড: গুম যে সকল ব্যক্তির ওপর প্রভাব ফেলেছে তাঁদের জন্য মনোসামাজিক সহায়তা সহজলভ্য করতে হবে। রাষ্ট্রের কাজে ভিকটিমদের সুবিধা প্রাপ্তিকে সহজলভ্য করতে হবে।

এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো ভিকটিমদের মনোসামাজিক সহায়তা দেবার জন্য এই সেইক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বাড়াতে পারে। ভিকটিমরা যখন নিজেরাই নিজেদের মনোসামাজিক প্রশিক্ষণ দেয় তখন তা আরো বেশী কার্যকর হয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। আফাদের (AFAD) অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই ধরণের প্রশিক্ষণ ব্যক্তিকে ভিকটিম থেকে আরোগ্যকারী হিসেবে পরিবর্তিত করেছে।

মানদণ্ড ১০

হস্তক্ষেপকারীদলের যত্ন

গুমের বিষয়ে যাঁরা হস্তক্ষেপকারী হিসেবে কাজ করেন তাঁদের সর্বাঙ্গীণ শারীরিক এবং মনোসামাজিক যত্নের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ নিষ্ঠুরতা এবং দুর্ভোগের শিকার ব্যক্তিদের বর্ণনা শোনার ক্ষেত্রে সব হস্তক্ষেপকারীর মানসিক কষ্ট প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নাও থাকতে পারে।

যদি এই বিষয়ে নজর না দেয়া হয়, তাহলে তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা তৈরী হতে পারে। স্বজন এবং হস্তক্ষেপকারীদের নিজেদের স্বার্থেই কেবলমাত্র তাঁদের আবেগীয় অবস্থা শক্তিশালী হবার পর তাঁদের এই প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হওয়া উচিত।

হস্তক্ষেপকারীদলের নিজেদের যত্নের ব্যাপারে প্রায়োগিক সুপারিশ

১। নিজের যত্ন: হস্তক্ষেপকারীদলের সদস্যরাও মানুষ। কিছু উপায়ে হস্তক্ষেপকারীরা তাঁদের মনোসামাজিক কল্যাণ করতে পারেন: ১। ডিব্রিফিং অধিবেশনের মাধ্যমে ২। কাউন্সেলিং সেবার মাধ্যমে ৩। বিনোদনমূলক কাজের মাধ্যমে।

মানদণ্ড ১১

লৈঙ্গিক পন্থা

লৈঙ্গিক সংবেদনশীলতার কাঠামো অনুযায়ী গুমের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে। লৈঙ্গিক সংবেদনশীল কাঠামো পদ্ধতিগত অসমতার বিষয়গুলোর স্বীকৃতি দেয়। নারী, মেয়ে এবং অভিন্নধর্মী লৈঙ্গিক অথবা যৌন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্তিরা এই অসমতার মুখোমুখি হন এবং গুমের ফলে এই বিষয়গুলো কিভাবে তাঁদের জীবনে আরো জটিল প্রভাব ফেলে, তা তুলে ধরে।

পরিবারের মুল উপার্জনকারীদের হারিয়ে ফেলার পর গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্ত্রীদের ওপর একাধিক বোঝা চেপে বসে যখন হঠাৎ করেই তাঁদের কাজ খুঁজতে হয়, সেই সঙ্গে তাঁদের গুমের শিকার স্বামীদের খুঁজতে এবং তাঁদের শিশুদের লালন-পালনের দায়িত্ব নিতেবাধ্য হতে হয়।

এটি আরো ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করে সেই সব নারীদের ক্ষেত্রে যারা প্রচলিত লৈঙ্গিক প্রথার কারণে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং জীবনের বেশীরভাগ সময়ই ঘরে থেকেছেন। এশিয়ার অনেক ক্ষেত্রে (বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায়) ঘর ছেড়ে সরকারি-বেসরকারি পরিসরে সাহস করে কাজ করতে আসলে অনেক সময় এই নারীদের কলঙ্কিত করা হয়।

একইভাবে, তাঁদেরকে একটি অনির্দিষ্ট নাগরিক অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়, যেটি তাঁদের সামাজিক সুরক্ষায় প্রবেশের অধিকারকে বাধা দেয় যেমন- পেনশন পাওয়া বা পুনরায় বিয়ে করার অধিকার। উত্তরাধিকার এর অধিকার থেকেও তাঁদের বঞ্চিত করা হয়, যেহেতু উত্তরাধিকারের দাবীর ক্ষেত্রে মৃত্যু সনদ দাখিল করা এই ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত। তবে শ্রীলঙ্কার সরকার গুমের ভিকটিম পরিবারগুলোকে তাঁদের উত্তরাধিকার এবং পেনশন পাবার সুবিধার্থে অস্থায়ী মৃত্যু সনদপত্র প্রদান করছে। তবে অনেক ভিকটিম এই অস্থায়ী মৃত্যু সনদপত্রের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন কারণ তাঁদের প্রিয়জনের মৃত্যুর কোন প্রমাণ না থাকায় প্রিয়জনের মৃত্যু হয়েছে তা তাঁরা বিশ্বাস করতে চান না।

গুমের অনুসন্ধান এবং কবর হতে দেহবাশেষ উত্তোলন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই লৈঙ্গিক প্রভাবগুলোকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

লৈঙ্গিক পন্থা ব্যবহারের প্রায়োগিক সুপারিশ

১। লিঙ্গ সংবেদনশীলতা: নারী-পুরুষের সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত অসম ক্ষমতার ব্যাপারে সংবেদনশীলতা এবং সচেতনতা এবং কিভাবে নারীরা সাধারণত তাঁদের জীবনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুবিধাবঞ্চিত হন এই বিষয়টি গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজন এবং সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে উত্থাপিত করতে হবে।

নারী, মেয়েশিশু এবং অভিন্নধর্মী লৈঙ্গিক ব্যক্তিরা গুম হলে লিঙ্গগত কারণে তাঁদের ভোগান্তি আরো বেশি হয়। হস্তক্ষেপকারীদের এই লৈঙ্গিক প্রথা এবং অনুশীলনগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ এশিয়ায় গুমের শিকার ব্যক্তিদের নারী স্বজনরা তাঁদের প্রিয়জনদের খোঁজে ঘরের বাইরে আসলে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার কারণে তাঁরা কলঙ্কিত হন। এই ক্ষেত্রে এটি ধরেই নেয়া হয় যে, নারীরা শুধুমাত্র ঘরেই থাকবে।

হস্তক্ষেপকারীরা লিঙ্গ সংবেদনশীল পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করলে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনরা আরো সংবেদনশীল এবং ন্যায়সঙ্গত প্রতিক্রিয়া দেখাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাড়া দেবে। একইভাবে এটি নারীদেরকে অনুসন্ধান, আইনগত প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য হস্তক্ষেপের বিষয়ে আরো বেশি ক্ষমতায়িত করে।

এই ব্যাপারে আরো তথ্যের জন্য:

Dewhirst, P., & Kapur, A. (2015). The Disappeared and Invisible: Revealing the Enduring Impact of Enforced Disappearance on Women. International Center for Transitional Justice.

UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (2012). General comment on women affected by enforced disappearances.

মানদণ্ড ১২

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত

প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব সাংস্কৃতিক মনোভাব রয়েছে, যেখানে ক্ষতি, মৃত্যু, শোক এবং সামনে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে নিজস্ব বিশ্বাস, রীতি এবং মতামত রয়েছে যেগুলোর সম্মান এবং অনুসরণ করা আবশ্যক। গুম, নির্বিচার অথবা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের ব্যাপারে অনুসন্ধানের এবং ফরেনসিক তদন্তের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া অনুসরন করা হবে তা সেই দেশের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে সম্মান করেই করতে হবে।

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতকে সম্মান করার বিষয়ে প্রায়োগিক সুপারিশ

১। মৃত ব্যক্তির সাংস্কৃতিক অবস্থানুযায়ী কাজঃ কবর থেকে দেহবাশেষ উত্তোলনকারীদলের কাজ লাশ উত্তোলন হলেও কিছু সংস্কৃতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করা যাবে না। এই ধরণের সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও লাশ কবর থেকে উত্তোলনের জন্য কিভাবে স্বজন এবং সম্প্রদায়কে রাজি করানো যায় সেই কৌশল নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন যে, সত্য এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে মৃতব্যক্তির আত্মা শান্তি পাবে। তবে শেষ পর্যন্ত স্বজনদের ইচ্ছাকেই সম্মান জানাতে হবে। যদি তাঁরা নিষ্পত্তি করতে না চান, তাহলে তাঁদের ইচ্ছাই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

এই সাংস্কৃতিক মনোভাবগুলো ভিকটিমের বেঁচে থাকার সংবাদ পাওয়ার পর স্বজনরা এই বিষয়টিকে কিভাবে গ্রহণ করবেন তা প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তিমুর-লেস্তেতে কিছু সম্প্রদায় স্বজনদের শোক কিছুটা কাটিয়ে উঠে সামনে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে খালি সমাধিস্তম্ভ রেখে দেয়। ভিকটিম বেঁচে আছেন এবং স্বজনদের সাথে পুনর্মিলিত হতে চান। এই ধরনের বিষয় অনেক সময় অনেক পরিবারের জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। তাই হস্তক্ষেপকারীদের অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বজনদের পুনর্মিলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে হবে এবং "দাফন" হওয়া অবস্থা থেকে "পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার" আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে সাহায্য করতে হবে।

২। দাফন অনুষ্ঠান পালনঃ লাশ উত্তোলনের শুরুতে হস্তক্ষেপকারীদের নিশ্চিত হতে হবে যে, স্থানীয় সম্প্রদায় যে ধরনের আচার অনুশীলন করেছেন সে সম্পর্কে তাঁরা গবেষণা করেছেন এবং দেহাবশেষ পাবার পর এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রস্তুত রেখেছেন।

মানদণ্ড ১৩

শিশু এবং বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর-কিশোরীদের সাথে কাজ

শিশুরা বিভিন্নভাবে গুমের শিকার হতে পারে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল (vulnerable) থাকার কারণে প্রায়ই তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সনদ (সিইডি) অনুযায়ী শিশুদের তখনই গুম হয়েছে বলে বিবেচনা করা যাবে- প্রথমত, যখন তারা গুমের শিকার হয়; দ্বিতীয়ত, যখন মা গুমের শিকার হয়ে বন্দী থাকাবস্থায় শিশুটির জন্ম হয়; এবং তৃতীয়ত, যদি কোন শিশুর মা/বাবা, স্বজন কিংবা অভিভাবক গুমের শিকার হন তখন শিশুটিও গুমের শিকার ভিক্টিম পরিবারের সদস্য হিসেবে এই সংজ্ঞার আওতায় আসবে।

শিশু কিংবা তাদের মা/বাবা, স্বজন কিংবা অভিভাবকের গুমের কারণে শিশুরা বেদনার্ত হওয়া, পরিত্যক্ত হওয়া, তীব্র ভয়, অনিশ্চয়তা, যন্ত্রণা এবং ব্যথা অনুভব করে, যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা তা প্রকাশ করতে অক্ষম। মনোসামাজিক পন্থায় একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন, যা এই ধরণের আবেগের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হবে।

সেইসব শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, যারা গুমের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। কখনো দেখা যায় যে, অপরাধী থেকে নিজের স্বজনদের রক্ষা করতে পারেনি ভেবে অনেক শিশু নিজেদের খুব দোষী মনে করে। ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত একটি মনোসামাজিক কর্মশালায় এক শিশু বলেছিল, যখন অপরাধীর কাছ থেকে বন্দুকটি পড়ে গিয়েছিল তখন কেন সে বন্দুকটি হাতে তুলে অপরাধীকে মেরে ফেলেনি সেই বিষয়ে তার সবসময় গ্লানি বোধ হয়।

শিশু এবং বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর-কিশোরীদের সাথে কাজের ব্যপারে প্রায়োগিক সুপারিশ

১। শিশু সংবেদনশীল মনোসামাজিক সহায়তা: যেসব শিশু প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে গুমের কারণে আক্রান্ত তাদের একটা জায়গা দিতে হবে যেখানে সহিংসতা সম্পর্কে তাদের অনুভূতি, এই সহিংসতা তাদের ওপর কী প্রভাব ফেলেছে, তাদের জীবনের নতুন পর্যায়ে তাদের ভূমিকা কী এই বিষয়গুলো ব্যক্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, থিয়েটার এবং চিত্রাঙ্কন কর্মশালা শিশুদের নিরাময়ের (healing) দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে।

“ডকুমেন্টেশন, জেন্ডার সেনসিটিভিটি এবং সাইকোসোশাল একোম্প্যানিমেন্ট” বিষয়ক প্রশিক্ষণে মায়েদের সাথে আসা গুমের শিকার ব্যক্তিদের শিশুদের মনঃসংযোগ বিষয়ক ছবি আঁকার মাধ্যমে তাদের মানসিক চাপ লাঘবের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ছবি: অধিকার, ২০১৯।

এই ব্যাপারে আরো তথ্যের জন্য:

UN WGEID. General Comment on Children and Enforced Disappearances. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/112/64/PDF/G1311264.pdf?OpenElement

UN General Assembly (2014). Convention on the Rights of the Child. URL: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

মানদণ্ড ১৪

সমন্বয়

গুম, নির্বিচারে বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের অনুসন্ধানের সমন্বয় প্রক্রিয়ায় সবপক্ষকে আবশ্যিকভাবে যুক্ত রাখা প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রাপ্ততথ্য একত্রিকরণ এবং বিশেষণ করার প্রক্রিয়াগুলো, আইনী, প্রযুক্তিগত ও মনোসামাজিক কার্যক্রম এবং সব কাজের অনুসরণ এবং মূল্যায়ন অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

নির্দিষ্ট কেসগুলোর সমাধানের ক্ষেত্রে সমস্ত পক্ষের সঙ্গে দৃঢ় এবং স্বচ্ছ সম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি পরস্পরবিরোধী বা পুনরাবৃত্তিমূলক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে। এটি করা না হলে শুধু প্রক্রিয়াই নয় স্বজনদের ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক সুপারিশ

১। সমন্বয় পদ্ধতি: সমন্বয় পদ্ধতি প্রতিস্থাপন এবং এর দক্ষ ব্যবহার সব স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে একটি ভালো কাজের সম্পর্ক তৈরি করে। সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে ভিকটিমদের রাখতে হবে। তিমুর-লেস্তের অভিজ্ঞতায় কাজ করা সংগঠনগুলো প্রথম পারিবারিক পুনর্মিলনের আগে এবং পরে স্বজন, "চুরি যাওয়া শিশু", সংগঠন এবং সরকারের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে।

হস্তক্ষেপকারীদের অবশ্যই একইভাবে ধর্মীয় বা প্রথাগত সম্প্রদায়ের নেতাসহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। এই নেতারা গুমের শিকার ব্যক্তিদের তাঁদের সম্প্রদায়ে আবার একীভূত হতে সহায়তা করেন। এছাড়া এঁরা কবর হতে উত্তোলন বিষয়ক সম্প্রদায়-সংবেদনশীল মিশনগুলো নিরাপদ এবং নিশ্চিত করতেও সহায়তা করেন।

২। সাবধানতা অবলম্বন: যখন গুমের সঙ্গে জড়িত অপরাধীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে রাখে তখন রাষ্ট্রের সাথে সমন্বয়, অনুসন্ধান, ফরেনসিক এবং পুর্নমিলন প্রক্রিয়াকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। হস্তক্ষেপকারীদের মূল্যায়ন করতে হবে যে, রাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বয় তাঁদের পরিকল্পিত কাজকে সহায়তা করবে নাকি ক্ষতিসাধন করবে। এই ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক অবস্থার অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। সম্ভব হলে বিশ্বস্ত রাজনৈতিক যোগাযোগকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

মানদণ্ড ১৫

স্বাধীন দল

গুমের বিরুদ্ধে কাজ করতে গেলে নিরপেক্ষ সংগঠনের অন্তর্ভুক্তি অনুসন্ধান এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হাসিলের নিশ্চয়তা দেয়। এই বিষয়টি সেইসব দেশের ক্ষেত্রে সত্য যেখানে ফরেনসিক বিজ্ঞানের দক্ষতা কম। কবর থেকে উত্তোলনের প্রক্রিয়াতে কিছু নেতৃত্বদানকারী সংগঠনের উদ্যোগে দল গঠন করা হয় যারা আইনগত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

স্বাধীনদলের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক সুপারিশ

১। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযুক্তি: এমন কিছু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা অনুসন্ধান এবং ফরেনসিক কাজের জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলোকে সহায়তা করে। এরা সংহতিমূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করে এবং আন্তর্জাতিক ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন এই কাজের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে। এছাড়া স্থানীয় সংস্থাগুলোকেও এরা প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে। তারা এইভাবে গুমের ঘটনাগুলোর ব্যাপারে সরকারের ওপর আরো চাপ দিতে সহায়তা করে থাকে।

মানদণ্ড ১৬

ফরেনসিক কাজের বৈজ্ঞানিক মান

ফরেনসিক কাজের বৈজ্ঞানিক, আইনী এবং প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো অবশ্যই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী করতে হবে। দেহাবশেষ সনাক্ত, চিহ্নিত এবং সংরক্ষিত করা হয়েছে কিনা তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং মানবাধিকার সংস্থার ফরেনসিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের অভাব এশীয় দেশগুলোর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

ফরেনসিক কাজের বৈজ্ঞানিক মান সংক্রান্ত প্রায়োগিক সুপারিশ

১। আন্তর্জাতিক প্রোটোকলগুলোকে আভ্যন্তরীণ ফৌজদারি কার্যবিধির মধ্যে অন্তর্ভূক্তিকরণ: নৃতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক প্রোটোকল যেমন ইউএন ম্যানুয়াল অন দ্যা ইফেক্টিভ প্রিভেনশন অ্যাভ ইনভেস্টিগেশন অফ এক্সট্রা লিগ্যাল, আরবিটারি এন্ড সামারি এক্সিকিউশন অথবা “মিনেসোটা প্রোটকল” হেফাজতে মৃত্যু বা রাষ্ট্রীয় এজেন্টদের হাতে যে মৃত্যু ঘটেছে বলে সন্দেহ করা হয় সেগুলো তদন্তের ক্ষেত্রে একটি ভালো গাইডলাইন।

২। সংগঠনগুলোর মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি: ফরেনসিক তদন্তে স্থানীয় সংগঠন এবং সংস্থাগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য অবশ্যই প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। স্থানীয় এনজিওরা ফরেনসিক তদন্তে বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে দিতে পারে। যেমন, গুম এবং হত্যার ঘটনায় ফরেনসিক কাজের বিষয়ে ল্যাটিন আমেরিকার সংগঠনগুলোর ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই বলে প্রমাণিত হবে।

এই ব্যাপারে আরো তথ্যের জন্য:

Minnesota Laywers International Human Rights Committee. (1987).

The Minnesota Protocol: Preventing Abritrary Killing Through an Adequate Death Investigation and Autopsy. Minneopolis.

উপসংহার

গুমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলো প্রধান ভূমিকা পালন করেন। গুম, নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের জন্য সত্য ও ন্যায়বিচারের সন্ধ্যানে মনোসামাজিক সহায়তার নূন্যতম মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে এই পুস্তিকাটি তৈরি করা হয়েছে। ভিকটিমরা যাতে পুনরায় মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত (re-traumatized) না হন সেই প্রচেষ্টা থেকেই এশিয়ান ফেডারেশন এগেইন্সট ইনভলান্টারি ডিসয়াপিয়ারেন্সেস (আফাদ) তার মূল্যবান সময় এবং সম্পদ ব্যয় করেছে। এই ডকুমেন্টটি এশিয়ার দেশগুলোর পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে আফাদের সদস্য সংগঠনগুলো যারা সত্য উদঘাটন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, প্রতিস্থাপন করা, স্মৃতি রক্ষা এবং পুনরাবৃত্তি রোধের নিশ্চয়তার দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য যাত্রায় ভিকটিমদের পাশে রয়েছে। এই যাত্রায় নিষ্ঠুরতম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের কাঙ্খিত ক্ষমতায়ন অবশ্যই অর্জন করা যেতে পারে।

এই পুস্তিকাটি হাজার হাজার গুমের শিকার পরিবারসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের দুর্ভোগের বিষয়টি আমলে নিয়ে তৈরী করা হয়েছে। গুমের শিকার ব্যক্তিদের অব্যক্ত কান্না এবং যাঁরা ভাগ্যক্রমে জীবিত অবস্থায় ফিরে এসেছেন এবং পুনরায় তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তাঁদের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। গুমের শিকার ব্যক্তি, তাঁদের পরিবার, সম্প্রদায় এবং বৃহত্তর সমাজে ফিরে আসবে সেই চিরন্তন আশার ক্ষুদ্রতম সম্ভাবনাকেও এই পুস্তিকাটি বিবেচনায় নিয়েছে।

সত্য ও ন্যায়বিচারের সংগ্রামে যদিও এই পুস্তিকাটি রাজনৈতিক ফলাফল অর্জনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না, এটি মৌলিক প্রয়োজনকে প্রধান গুরুত্ব দিয়ে একজন ব্যক্তির সার্বিক নিরাময় এবং ক্ষমতায়নকে প্রধান সামাজিক রূপান্তর অর্জনের উপাদান হিসেবে গণ্য করে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয়, যদি ক্ষমতার মূল পক্ষগুলো অপরিবর্তিত থাকে।

সত্য ও ন্যায়বিচারের নামে বুঝে কিংবা না বুঝে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের কখনও নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত নয়। বরঞ্চ সত্য এবং ন্যায়বিচারের কঠিন প্রক্রিয়ায় তাঁদের বহুল-লালিত স্বপ্নকে উপলব্ধি করে তাঁদের পুরোপুরি বুঝতে হবে, যত্ন নিতে হবে এবং তাঁদের পাশে থাকতে হবে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের আকাঙ্খায় আমরা হয়তো আঘাতপ্রাপ্ত ভিকটিমদের পুনরায় আঘাত দিয়ে ফেলতে পারি যা মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর ভুল। এই ধরনের ভুল যাতে না ঘটে, সেই কারণে আমরা যে দেশগুলোতে কাজ করি

সেখানে এই পুস্তিকাটির কার্যকারিতা পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন, ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য এটিকে আরো সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। মনোসামাজিক সহযোগিতায় একে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সামগ্রিক নিরাময় এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আমরা একত্রিত হয়ে যেন একটি গুমহীন পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যেতে পারি, সেটিই এই পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য।

২০০৭ সালে গুয়াতেমালায়, ২০১০ সালে কলম্বিয়ায় এবং ২০১৪ সালে ফিলিপাইনে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন সাইকোসশাল সাপোর্ট ফর ভিক্টিমস অব হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনস এ যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিরা যোগদান না করতেন, তবে এই পুস্তিকাটি আলোর মুখ দেখতো না। লাতিন আমেরিকায় এই পুস্তিকাটি জন্ম দেয়া এবং ভিকটিমদের চাহিদার সঙ্গে এটিকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলা এবং এই প্রক্রিয়া অবিরত চালু রাখার জন্য বিশেষত লাতিন আমেরিকার বোন ও ভাইদের অশেষ ধন্যবাদ জানচ্ছি।

গুয়াতেমালার লড়াইয়ের সময় গুমের শিকার শিশুদের অনুসন্ধানে এবং তাঁদের জৈবিক (biological) পিতামাতার সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রশংসনীয় অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য আমরা লিগা গুয়াতেমাল্টেকা ডি হিজিয়েন মেন্টাল এর বিশেষ সহযোগিতাকে সমর্থন জানাই।

আমরা ভুলে না যাই যে তিমুর-লেস্তেতে এবং ইন্দোনেশিয়ায় আমাদের সদস্য সংগঠনগুলোসহ নাগরিক সমাজের একনিষ্ঠতা এবং অবিচলতার ফলেই তিমুর-লেস্তেতে ইন্দোনেশীয়দের দখলদারীর সময়ে চুরি যাওয়া ২৬টি শিশুর সন্ধান এবং তাঁদের জৈবিক পিতা-মাতার সঙ্গে তাঁদের পুনর্মিলন সম্ভব হয়েছে। উল্লেখিত অভিজ্ঞতা এই পুস্তিকাটি তৈরি করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

মেরি আইলিন ডিয়েজ-বাকালসো
আফাদ মহাসচিব

শব্দকোষ*

গুম

রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, সাহায্য অথবা মৌন সম্মতির মাধ্যমে কার্যত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত গ্রেপ্তার, বিনাবিচারে আটক, অপহরণ অথবা অন্য কোন উপায়ে স্বাধীনতা হরণকে বোঝায়; যা সংঘটিত হয় স্বাধীনতা হরণের ঘটনা অস্বীকার অথবা গুম করা ব্যক্তির নিয়তি এবং অবস্থানের তথ্য গোপন করে আইনী রক্ষাকবচের বাইরে রাখার ঘটনাগুলোর মাধ্যমে। (সিইডি)

মনোসামাজিক কাজ

মনোসামাজিক কাজ হল একটি প্রক্রিয়া যা গুম, নির্বিচার বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় এবং সমাজে এর যে প্রভাব পড়ে তার প্রতিরোধ, নিরাময় এবং পরিণতিগুলো নিয়ে কাজ করা। এই প্রক্রিয়াগুলো ব্যক্তির কল্যাণ করা, ভিকটিমদের সামাজিক ও মানসিক সহায়তা প্রদান এবং তাঁদের সম্পূর্ণতা, মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা এবং সত্য, ন্যায়বিচার ও সামগ্রিক ক্ষতিপূরণে তাঁদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়ে থাকে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সামাজিক সহায়ক নেটওয়ার্কগুলোকে মনোসামাজিক কাজ পুনর্গঠন করে। এই কাজটি সাধারণত পেশাদার দল এবং মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

ভিকটিম (ভুক্তভোগী)

ভুক্তভোগীরা হলেন এমন ব্যক্তিরা যাঁরা স্বতন্ত্রভাবে বা সম্মিলিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, শারীরিক বা মানসিক আঘাত পেয়েছেন, আবেগীয় যন্ত্রণা এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন বা এমন আইন বা ক্ষমতার অপব্যবহার, যা তাঁদের মৌলিক অধিকারগুলোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাঁদের মর্যাদাকে খর্ব করেছে। অপরাধী চিহ্নিত, আটককৃত, অভিযুক্ত বা দন্ডিত হলেও বা অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক থাকলেও ঐ ব্যক্তি ভুক্তভোগী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

তাছাড়া, “ভিকটিম” শব্দটি পরিবারের সদস্য, নির্ভরশীল বা মূল ভিকটিমের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এই ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত হন যখন তাঁরা প্রত্যক্ষ ভিকটিম কিংবা বিপদগ্রস্ত ভিকটিমকে সহায়তা করতে হস্তক্ষেপ করেন।

---

*International Consensus on the Principles and Minimum Standards for Psychosocial Work in Search Processes and forensic investigations in cases of Enforced Disappearances and Arbitrary or Extrajudicial Execution থেকে নেয়া।

আফাদ এর সম্পাদকীয় নোট

পাঠ্য এবং লেআউট: ইভানকা কাস্টোডিও

অনুলিপি সম্পাদনা: এড গারলক

সম্পাদনা: মেরি আইলিন ডিয়েজি বাকালসো

স্বীকৃতি

আফাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তি, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল্যবান সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে:

মার্কো অ্যান্টোনিও গারাভিটো ফার্নান্দেজ, কমিশন ফর দ্য ডিস্এ্যাপিয়ার্ড এন্ড ভিকটিমস অফ ভায়োলেন্স (KontraS)

এসোসিয়েশন অফ ফ্যামিলিজ অফ দি ডিস্এ্যাপিয়ার্ড (KOHI)

এসোসিয়াসাউন হাক (HAK Association)

কোমনস হাম (Komnas HAM)

১৯৬৫ ভিকটিমস অর্গানাইজেশন

এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস (AJAR)

ইনস্টিটিউট ফর পলিসি রিসার্চ এন্ড অ্যাডভোকেসি (ELSAM)

ডিফেন্স ফর হিউম্যান রাইটস

অ্যাডভোকেসি ফোরাম

সুই মেং নং

বেন মোরালেদা

জোসেফাইন কালেহো